সুন্দরবনে দুবলার চরে (আলোরকোল) রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে পুণ্যার্থীদের পুণ্যস্নান/২০২০ইং

বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষাসহ পুণ্যার্থীদের জানমালের নিরাপত্তা প্রদান আপনার-আমার সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য

যাতায়াতের রুট

রাসপূর্ণিমার পুণ্যস্নান/২০ উপলক্ষে পুণ্যার্থীদের যাতায়াতের জন্য নিম্নবর্ণিত ৫টি পথ/রুট নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

(১) ঢাংমারী/চাঁদপাই ষ্টেশন-ত্রিকোনা আইল্যান্ড হয়ে দুবলার চর (আলোরকোল)।

(২) বগী-বলেশ্বর-সুপতি ষ্টেশন-কচিখালী-শেলারচর হয়ে দুবলার চর (আলোরকোল)।

(৩) বুড়িগোয়ালিনী, কোবাদক থেকে বাটুলা নদী-বল নদী-পাটকোষ্টা খাল হয়ে হংসরাজ নদী অতঃপর দুবলার চর (আলোরকোল)।

(৪) কয়রা, কাশিয়াবাদ, খাসিটানা, বজবজা হয়ে আড়ুয়া শিবসা অত:পর শিবসা নদী-মরজাত হয়ে দুবলার চর (আলোরকোল)।

(৫) নলিয়ান ষ্টেশন হয়ে শিবসা-মরজাত নদী হয়ে দুবলার চর (আলোরকোল)।

রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে পুণ্যার্থীদের জন্য করণীয়/বর্জনীয় কার্যসমূহ

❖ দুবলার চরের আলোরকোলে রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে এ বছর রাসমেলা হবে না। শুধু রাস পূজা ও পুণ্যস্নান অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, কীর্ত্তন করা যাবে না।

❖ সরকারী নির্দেশনা অনুযায়ী পুন্যার্থীদের পুণ্যস্নানের অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই সুন্দরবনের দুবলার চরে গমন করতে পারবেন। অন্য কোন ধর্মের লোক পুন্যস্নান অনুষ্ঠানে গমন করতে পারবেন না। পুণ্যার্থীদের নিকট অবশ্যই নিজ নিজ জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে।

❖ রাসপূর্ণিমার পুণ্যস্নান উপলক্ষ্যে পুণ্যার্থীদের ২৮/১১/২০২০ খ্রিঃ হতে ৩০/১১/২০২০ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত ০৩(তিন) দিনের জন্য সুন্দরবনে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। তবে আগামী ২৮/১১/২০২০ইং ভোর ৬.০০ টায় বর্ণিত রুটসমূহ হতে পুণ্যার্থীদের ট্রলার ছেড়ে যাবে এবং দুবলায় অবস্থিত বন বিভাগের কন্ট্রোল রুমে অবশ্যই রিপোর্ট করতে হবে।

❖ পুণ্যার্থীদের প্রবেশের সময় প্রতিটি এন্ট্রি পয়েন্টে যথা- ঢাংমারী, চাঁদপাই, বগী, শরণখোলা, সুপতি ষ্টেশন ও জেলেপল্লী টহল ফাঁড়ি, দুবলা, বুড়িগোয়ালিনী, কোবাদক, কদমতলা, কৈখালী, কাশিয়াবাদ, বানিয়াখালী, নলিয়ান ষ্টেশনে লঞ্চ/ ট্রলার/ নৌকার প্রবেশের মূল্য, অবস্থান ফি, ক্যামেরা এবং লোকের সংখ্যা অনুযায়ী বিধি মোতাবেক রাজস্ব দাখিল করে পারমিট ও প্রবেশ কুপন গ্রহণ করতে হবে। পারমিট গ্রহণ ছাড়া কেহ সুন্দরবনে প্রবেশ করতে পারবেন না। পুণ্যার্থীদের পুণ্যস্নান শেষে ফেরার সময় একই রুটে ফিরতে হবে এবং পূর্বের ষ্টেশনে পাস সমর্পণ করে বের হতে যাওয়ার সনদপত্র (সার্টিফিকেট) গ্রহণ করতে হবে।

❖ রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে পুণ্যার্থীদের পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে গমনকারী কোন জলযান ৫০(পঞ্চাশ) জনের অতিরিক্ত পুণ্যার্থী বহন করতে পারবে না। জলযানে অতিরিক্ত পুণ্যার্থী থাকলে সে সেক্ষেত্রে উক্ত জলযানের অনুমতি প্রদান করা যাবে না।

❖ তীর্থযাত্রীরা দিনের ভাটীতে রাসপূর্ণিমার রাসপূজা ও পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে। কোন অবস্থাতেই রাতে চলাচল করা যাবে না। বন বিভাগের চেকিং পয়েন্ট ছাড়া কোথাও লঞ্চ/ ট্রলার/নৌকা থামানো যাবে না। নির্ধারিত রুট ছাড়া অন্য কোন খাল/নদীতে প্রবেশ/অবস্থান করা যাবে না।

❖ রাসপূর্ণিমার পুণ্যস্নান অনুষ্ঠানে আগত তীর্থযাত্রীদের আবেদন পত্রে বর্ণিত ৫০(পঞ্চাশ) জনের অতিরিক্ত লোক নৌকা/ট্রলার/লঞ্চে পরিবহন করা যাবে না।

❖ পুণ্যার্থী ও জলযানের জনবলসহ মোট ৩(তিন) দিনের জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ দেশী জ্বালানী কাঠ বাধ্যতামূলকভাবে সাথে নিয়ে যেতে হবে। নৌকা/ ট্রলার/লঞ্চে ৩(তিন) দিনের জন্য মোট জনবলের পর্যাপ্ত দেশীয় জ্বালানী কাঠ আছে কি না সংশ্লিষ্ট স্টেশন কর্মকর্তাগণ তা পরীক্ষা করার পরই নৌকা/ ট্রলার/লঞ্চের রাজস্ব আদায় করবেন। সকল জনবলের ৩(তিন) দিনের প্রয়োজনীয় দেশী জ্বালানী কাঠ সংগে না থাকলে রাজস্ব গ্রহণ করা যাবে না বা সুন্দরবনের ভিতরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা যাবে না।

❖ কোন অবস্থাতেই সুন্দরবনের ভিতর থেকে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করা যাবে না। রাসপূর্ণিমার পুণ্যস্নান অনুষ্ঠানে আগত তীর্থযাত্রীদের কারো কাছে যদি সংরক্ষিত বনের কোন শুকনা জ্বালানী কাঠ পাওয়া যায় তবে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এন্ট্রি পয়েন্টে সংশ্লিষ্ট স্টেশন কর্মকর্তাগণ ডিএফসি বাবদ কোন রাজস্ব গ্রহণ করতে পারবেন না।

❖ প্রতিটি অনুমতিপত্রে পথ/রুট উল্লেখ থাকবে এবং পুণ্যার্থী পছন্দমত একটি মাত্র রুট/পথ ব্যবহার করবেন। তাদেরকে দিনের বেলা রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে পুণ্যার্থীদের পুণ্যস্নানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত রুটে চলাচল করতে হবে।

❖ রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে পুণ্যার্থীদের পুণ্যস্নানে গমনের সময় কোন দেশী অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহার/বহন নিষিদ্ধ। কারো নিকট কোন দেশী অস্ত্র, আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য, হরিণ ধরার ফাঁদ, দড়ি, গাছ কাটা কুড়াল, করাত ইত্যাদি অবৈধ কিছু পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত ছোট দা বন বিভাগ/আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃক পরীক্ষা শেষে অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরিবহন করা যাবে।

❖ আলোরকোল (দুবলা) যাওয়ার পথে মাইক বা লাউড স্পীকার বা অন্য কোন মাইক্রোফোন বাজানো, কোনরূপ পটকা ও বাজি ইত্যাদি ফাটানোসহ সকল প্রকার শব্দ দূষণ নিষিদ্ধ। কারো নিকট এ ধরনের কোন জিনিস পাওয়া গেলে তা জব্দ করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

❖ রাসপূর্ণিমার পুণ্যস্নান অনুষ্ঠানে আগত তীর্থযাত্রীরা গৃহপালিত হাঁস/মুরগী ছাড়া অন্য কোন প্রাণী, প্রাণীর মাংস বহন/রান্না করতে পারবেন না। কারো নিকট এরুপ কোন প্রাণী বা মাংস পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

❖ মানতের উদ্দেশ্যে সুন্দরবনের ভিতরে গরু, ছাগল, ভেড়া বা অন্য কোন প্রাণী আনা যাবে না। কারো নিকট এরুপ কোন প্রাণী পাওয়া গেলে তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

❖ পুণ্যার্থীরা ৩০/১১/২০২০ইং তারিখ রাসপূর্ণিমার পুণ্যস্নানের পর সুন্দরবনের অভ্যন্তরে অবস্থান করতে পারবেন না। কোন কারণে অতিরিক্ত সময়ের জন্য থাকার প্রয়োজন হলে উক্ত সময় পর্যটক হিসেবে গণ্য করা হবে এবং সে অনুযায়ী অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করা হবে।

❖ রাসপূর্ণিমার পুণ্যস্নান অনুষ্ঠানে আগত তীর্থযাত্রীরা খাবার বা অন্যান্য দ্রব্যাদির প্যাকেট অথবা খাদ্যদ্রব্যের উচ্ছিষ্ট নদীতে/যত্রতত্র ফেলে পরিবেশ দুষণ করতে পারবেন না। নিজস্ব জলযানে বা নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে।

❖ রাসপূর্ণিমার পুণ্যস্নান অনুষ্ঠানে আগত তীর্থযাত্রীরা ২৯/১১/২০২০ইং তারিখ রাতে উৎসব স্থলের বাহিরে কোন স্থানে অবস্থান করতে পারবেন না।

❖ পুণ্যস্নানের সময় কুমির হতে সাবধান থাকতে হবে।

❖ ভাটার সময় কোন পুণ্যার্থীর পানিতে (সাগরে/নদীতে) নামা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

❖ উল্লেখিত বিষয়াদি যথাযথ পালনের জন্য রাসপূর্ণিমার পুণ্যস্নান অনুষ্ঠানে আগত পুণ্যার্থীদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

❖ সকলকে করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে হবে। বিধি বিধান অনুসরণ পূর্বক স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলতে হবে। সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধান করতে হবে এবং হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে।

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ, বাগেরহাট